বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

গঠনতন্ত্র

পটভূমিঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বশেমুরকৃবি) ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ১৮ নং আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ১৩তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালযটি মুলত ইনস্টিটিউট অভ পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) এর রুপান্তর। ইপসা ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ১৩ নং আইনের দ্বারা একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাপান সরকারের আর্থিক সহায়তা এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কোর্সক্রেডিট পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয় ইপসাতে। স্বল্প সময়ে ইপসা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে 'সেন্টার অভ এক্সেলেন্স' হিসাবে সুনাম অর্জন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের মাঝে যোগাযোগের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে আন্তসম্পর্ক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইপসা এবং বশেমুরকৃবি এর কয়েকজন প্রাক্তন কৃতি ছাত্রের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় ২০১০ সালের ১৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিওভিজুয়াল কক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় '**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন**' প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধারা-১ঃ নামঃ '**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন**' (বশেমুরকৃবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন)।

ধারা-২ঃ প্রধান কার্যালয়ঃ এসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবস্থিত হইবে। তবে, প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে দেশের বিভিন্ন শহরে এবং বিদেশে এর শাখা খোলা যাইবে। ঢাকায় এসোসিয়েশনের একটি লিয়াজোঁ অফিস থাকিবে।

ধারা-৩ঃ বর্তমান ঠিকানাঃ **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, গাজীপুর ১৭০৬**

ধারা-৪ঃ সংজ্ঞাঃ বিষয় ও প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অনুরূপ না হইলে এই গঠনতন্ত্রে ঃ-

ক) 'অ্যাসোসিয়েশন' অর্থ **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন**

খ) 'অ্যালামনাই' অর্থ **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়** এবং সাবেক ইনস্টিটিউট অভ পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার এর স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনকারী যে কোন ব্যক্তি।

গ) ধারা ও বিধি অর্থ অত্র গঠনতন্ত্রের ধারা এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি ও উপ-বিধি সমুহ।

ঘ) বৎসর অর্থ ১লা জানুয়ারি হইতে ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ঙ) সদস্য অর্থ- সাধারণ ও আজীবন সদস্য।

চ) সম্পত্তি অর্থ নগদ তহবিলসহ অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ড় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ।

ছ) স্নাতক অর্থ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সনদ প্রাপ্ত ব্যক্তি।

জ) কর্মকর্তা বলিতে নির্বাহী কমিটির সদস্যদের বুঝাইবে এবং কর্মচারী বলিতে অফিস কার্যে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বুঝাইবে।

ধারা-৫ঃ আওতাঃ সমগ্র বাংলাদেশ। বিদেশে ইহার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যাইবে।

ধারা-৬ঃ মর্যাদাঃ 'এসোসিয়েশন' একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক এবং কল্যানমূখী সংস্থা।

ধারা-৭ঃ লক্ষ্য ও **উদ্দেশ্যঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়** ও এর অ্যালামনাইদের কল্যাণে নিম্নলিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে 'অ্যাসোসিয়েশন' পরিচালিত হইবে;-

ক) **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়** -এর ভাবমুর্তি বৃদ্ধি ও অক্ষুন্ন রাখা;

খ) অ্যালামনাইদের মধ্যে একতা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন এবং একে- অন্যকে যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা করা;

গ) **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়** -এর ছাত্রদের কল্যাণে সহায়তা করা;

ঘ) সাহায্য পাওয়ার যোগ্য ছাত্রদের সহায়তার জন্য একটি পৃথক তহবিল প্রতিষ্ঠা করা;

ঙ) অ্যালামনাইদের জন্য সমাবেশ, সেমিনার, সিম্পোাজিয়াম, কর্মশালা, প্রদর্শনী, ও ভ্রমণের আয়োজন করা;

চ) লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, কনফারেন্স সেন্টার, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, গবেষণাগার, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;

ছ) 'বুলেটিন', সাময়িকী, পুস্ড়ক মুদ্রণ ও বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ করা;

জ) সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা;

ঝ) দেশে ও বিদেশে অ্যালামনাইদের সংগঠিত করা;

ঞ) **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়** -এর শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে সহযোগিতা করা;

ট) শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা;

ঠ) কৃষির সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখা

ড) উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে সহায়ক এরূপ অন্য সকল কার্যাবলী সম্পাদন করা।

ধারা ৮ঃ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ একটি মনোগ্রাম ও পতাকা থাকিবে।

ধারা-৯ঃ শাখাঃ

ক) ন্যূনতম ১৫ জন অ্যালামনাই সমন্বয়ে বিদেশে অত্র অফিসের শাখা খোলা যাইবে। বাংলাদেশের জেলা শহরে শাখা খুলিতে হইলে ন্যূনতম ২০ জন অ্যালামনাই থাকিতে হইবে।

খ) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শাখার নাম হইবে, **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়** অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন,---------- শাখা (স্থানের নাম)।

গ) শাখাসমূহ নিজ নিজ স্থানে অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করিবে।

ঘ) শাখার বার্ষিক প্রতিবেদন ও সদস্যদের তালিকা অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সাধারন সম্পাদকের বরাবর নিয়মিত প্রেরণ করিতে হইবে।

ঙ) সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটি সম্পর্কিত বিধানগুলি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শাখাসমূহের কমিটি ও সাধারণ সভার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

চ) বিদেশস্থ শাখাসমূহ বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম কেন্দ্রের অর্থাৎ **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন**-এর সহিত সুষ্ঠু সমন্বয়পুর্বক পরিচালনা করিবে।

ধারা-১০ঃ সদস্যঃ

অ্যাসোসিয়েশনে নিম্নোক্ত তিন ধরনের সদস্য থাকিবে;-

ক) সাধারণ সদস্যঃ সাধারণ সদস্যপদ কেবলমাত্র ৪(খ) ধারাতে সংজ্ঞায়িত অ্যালামনাইগণের জন্য নির্ধারিত থাকিবে।

খ) আজীবন সদস্যঃ অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য কেবলমাত্র ৪(খ) ধারাতে সংজ্ঞায়িত অ্যালামনাইগণের জন্য নির্ধারিত থাকিবে।
গ) অনারারী সদস্যঃ কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনবোধে সেইসব নন-অ্যালামনাইদের, যাঁহারা অ্যাসোসিয়েশনের মর্যাদা ও স্বার্থের উন্নয়নে/পরিবর্ধনে সহায়ক এবং ডোনার এমন স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গকে অনারারী সদস্যপদ প্রদান করিতে পারিবে। তবে, অনারারী সদস্যদের কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ কিংবা ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে না।

ধারা-১১ঃ সদস্যভুক্তির নিয়মাবলীঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় -এর যেকোন অ্যালামনাই অত্র অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রের বিধি ও নিয়মাবলীর প্রতি পুর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া নির্ধারিত ফি প্রদান পুর্বক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার জন্য নির্ধারিত আবেদন ফর্মে সাধারণ সম্পদকের বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন এবং আবেদন কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইলেই আবেদনকারী অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন।

ধারা-১২ঃ সদস্যদের অধিকার ও সুবিধাঃ
ক) সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়া, আলোচনায় অংশগ্রহণ ও প্রস্তাব পেশ করা।
খ) বিধি মোতাবেক কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা দাবি করা এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব চাওয়া।
গ) এসোসিয়েশনের যে কোন কমিটিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা।
ঘ) ভোট প্রদান করা।

ধারা-১৩ঃ সদস্যপদ বাতিলঃ

নিম্নলিখিত কারণে সদস্যপদ বাতিল হইবে, যদি কোন সদস্য–
ক) স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন; সদস্যপদ ত্যাগে ইচ্ছুক সদস্যকে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র সাধারণ সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পুর্ব পর্যন্ড় পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করা যাইবে। এ বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ড়ই চূড়ান্ড় বলিয়া গণ্য হইবে;
খ) সাধারণ সদস্যদের ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ফি বাবদ প্রদেয় অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হন;
গ) যদি মৃত্যুবরণ করেন;
ঘ) মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হন;
ঙ) অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র, বিধি ও নিয়ম-শৃংখলা বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত হন অথবা কোন সদস্যের আচরণ বা কার্যকলাপ অ্যাসোসিয়েশনের মর্যাদা ও স্বার্থহানিকর বা ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হন;
চ) আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হন।

ধারা-১৪ঃ বহিষ্কারঃ

কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশন বা গঠনতন্ত্র বহির্ভূত বা অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এর বির"দ্ধে ক্ষতিকর কোন কাজ করিলে এবং এতদবিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করিয়া ও তাহার প্রাথমিক তদন্ড় পুর্বক কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সাময়িকভাবে তাঁহার সদস্যপদ স্থগিত এবং অভিযোগ দন্ডে অভিযোগ প্রমানিত হইলে তাহাকে বহিস্কার করা যাইবে।

ধারা-১৫ঃ পুনঃ সদস্যভুক্তিঃ

যে সকল সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হইবে তিনি/তাঁহারা কার্যনির্বাহী কমিটির শর্তপুরণ এবং ধারা ১০ অনুযায়ী সদস্যপদ পুনর্বহালের আবেদন করিলে কার্যনির্বাহী কমিটি তাহা বিবেচনা করিতে পারিবে। কার্যনির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তা বা সদস্য পদত্যাগ/ অব্যাহতি/ অনাস্থা/ বহিস্কার/ অপসারণ/ মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদ শুন্য হইলে নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের মধ্য হইতে উক্ত শুন্য পদে সাময়িকভাবে দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে।

ধারা-১৬ঃ পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা ঃ

ক) **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর** উপাচার্য মহোদয় পদাধিকার বলে অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক থাকিবেন।
খ) অ্যালামনাইদের মধ্য হইতে বরেণ্য, বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁহারা অ্যাসোসিয়েশনের কল্যাণে অবদান রাখিয়াছেন, বা রাখিতে পারিবেন বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাঁহাদেরকেই অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া যাইবে।

ধারা-১৭ঃ সাংগঠনিক কাঠামোঃ

ক) সাধারণ ও আজীবন সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে সাধারণ পরিষদ।
খ) সাধারণ পরিষদ অ্যাসোসিয়েশনের চুড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হইবে।
গ) কার্যনির্বাহী পরিষদ

ধারা-১৮ঃ সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বানঃ
ক) বার্ষিক সাধারণ সভা কমপক্ষে দুই সপ্তাহের নোটিশে আহ্বান করিতে হইবে। ।
খ) কোন জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি সাধারণ পরিষদের সভা ৭২ ঘন্টার নোটিশে আহবান করার জন্য সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবেন।

ধারা-১৯ঃ সাধারণ পরিষদের সভার কোরামঃ

সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় উপস্থিতি সংখ্যা তথা কোরাম হইবে ন্যুনপক্ষে সাধারণ সদস্যদের এক-চতুর্থাংশ।

ধারা-২০ঃ সাধারণ পরিষদের তলবী সভাঃ

সাধারণ পরিষদের নুন্যপক্ষে শতকরা ৭৫ জন সদস্যের লিখিত তলবীপত্র অনুসারে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভাপতি সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান করিবেন। তলবীপত্র পাওয়ার তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে সভা আহ্বান না করিলে তলবী সভার জন্য পত্রে দস্তখতকারীগণ নিজেরাই যথাযথ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেই কেবল সেই নির্দিষ্ট বিষয়টি নিস্পত্তি করিবার জন্য সভা আহ্বান করিতে পারিবেন এবং উপস্থিত সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

ধারা-২১ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির রূপরেখাঃ

ক) অ্যাসোসিয়েশনের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকিবে।

খ) অ্যাসোসিয়েশনের ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত সদস্যগণই কার্যনির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত হইবেন এবং গঠনতন্ত্রের ২৪ ধারা অনুসারে বার্ষিক সাধারণ সভায় তাহাদের পরবর্তী কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ড় দায়িত্ব পালন করিবেন।

গ) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল দায়িত্ব গ্রহণের পর হইতে ২ বৎসর বলবৎ থাকিবে।
ঘ) মেয়াদ শেষ হইবার নুন্যপক্ষে ১ মাস পুর্বে পরবর্তী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। যদি নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয়, তবে কার্যনির্বাহী কমিটির অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সভাপতি এগার সদস্য বিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠন করিতে পারিবেন। এই কমিটি তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করিবেন।

ঙ) কার্যনির্বাহী কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য কার্যনির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় উপস্থিতি সংখ্যা বলিয়া গণ্য হইবে।
চ) কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সিদ্ধান্ড় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন বা ভোটে গৃহীত হইবে।

ধারা-২২ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যঃ

সভাপতি ঃ ১ জন
সহ-সভাপতি ঃ ৫ জন
সাধারণ সম্পাদক ঃ ১ জন
কোষাধ্যক্ষ ঃ ১ জন
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ঃ ২ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ ১ জন
কৃষি বিষয়ক সম্পাদকঃ ১ জন
গবেষণা ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ঃ ১ জন
সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক ঃ ১ জন
ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ ১ জন
তথ্য প্রযুক্তি ও প্রচার সম্পাদক ঃ ১ জন
শিক্ষা ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ ১ জন
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ ১ জন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদকঃ ১ জন
দপ্তর সম্পাদক ঃ ১ জন
নির্বাহী সদস্য ঃ ১৩ জন

মোট ঃ ৩৩ জন

ধারা-২৩ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ

ক) অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক ইহার সার্বিক উন্নয়ন ও উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কাজ করিবে;
খ) কার্যনির্বাহী কমিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা ও জর"রী সাধারণ সভার সময়, তারিখ, স্থান ইত্যাদি নির্ধারণ করিবে;

গ) অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় খরচ অনুমোদন করিবে;
ঘ) উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক মনোনীত এবং এর সংখ্যা নির্ধারণ করিবে;
ঙ) অ্যাসোসিয়েশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনবোধে বিশেষ উপ-পরিষদ গঠন করিবে;
চ) অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করিবে;
ছ) অ্যাসোসিয়েশনের কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়োগের শর্তাদি অনুমোদন করিবে;
জ) প্রাথমিক সদস্য ফি/ চাঁদা ইত্যাদি নির্ধারণ করিবে এবং সদস্যদের আবেদনপত্র বিবেচনা ও অনুমোদন করিবে;
ঝ) প্রাথমিক সদস্য ফি এবং সাধারণ ও আজীবন সদস্যদের দেয় চাঁদার হার কার্যনির্বাহী কমিটির সুপারিশত্রএমে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;
ঞ) তাঁহাদের উপর ন্যস্ড় দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের জন্য উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। তবে উক্ত উপ-বিধি গঠনতন্ত্রের সাথে অসামঞ্জস্য এবং অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হইতে পারিবে না। আরও শর্ত থাকে যে, কার্যনির্বাহী কমিটি প্রণীত উপ-বিধি পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে।
ট) শুন্য পদ/সাময়িক শুন্যপদে সদস্য/কর্মকর্তা নিয়োগ দান;
ঠ) কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কমিটির ভিতরের অথবা বাহিরের সদস্যদের লইয়া কমিটি ও সাব-কমিটি গঠন; তবে শর্ত থাকে যে, এ ধরনের কমিটি ও সাব-কমিটির বিবেচনার জন্য বিষয়াবলী স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইবে এবং ইহাতে এক বা একাধিক কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য অন্ড়র্ভুক্ত থাকিবেন; সাব-কমিটির সদস্যদের মধ্য হইতে যে কোন একজন চেয়ারম্যান/আহবায়ক হইবেন এবং একজন সদস্য কমিটির সচিব হিসাবে কাজ করিবেন। গঠিত কমিটি শুধুমাত্র নির্ধারিত বিষয়াবলীর জন্যই কাজ করিবে;
ড) গঠনতন্ত্র ও বিধিসমুহের সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া এমন সব মতামত প্রয়োগ করিতে পারিবে, যা গঠনতন্ত্র ও বিধির পরিপন্থী নয় অথচ স্পষ্টভাবে গঠনতন্ত্র ও বিধিসমূহে লিপিবদ্ধ নাই;
ঢ) নির্বাচন কমিশন গঠন ও নির্বাচন সংক্রান্ড় সিদ্ধান্ড়সমুহ গ্রহণ করিবে;
ণ) হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ করিবে;
ত) সহ-সভাপতি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী কমিটির সদস্যদের জেষ্ঠ্যতা নির্ধারন করিবেন।

ধারা-২৪ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

১) সভাপতিঃ

ক) অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান হইবেন;
খ) তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;
গ) সাধারণ সম্পাদককে সাধারণ সভা, নির্বাহী কমিটির সভা ও জর"রী সাধারণ সভাসহ যে কোন ধরনের সভা আহবানের পরামর্শ প্রদান করিবেন।
গ) তিনি সভার প্রস্ড়াবাবলী ও সিদ্ধান্ড়সমূহ অনুমোদন করিবেন;
ঘ) সমানসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে কাস্টিং ভোট দিতে পারিবেন।
ঙ) জর"রী প্রয়োজনে সাধারণ সম্পাদকের সহিত আলোচনাক্রমে ন্যুনপক্ষে চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে যে কোন সময় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ডাকিতে পারিবেন।

২) সহ-সভাপতিঃ

ক) সাধারণভাবে সভাপতিকে সার্বিক কাজে সহায়তা করিবেন;
খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে সহ-সভাপতিগণ অ্যাসোসিয়েশনের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;
গ) মেয়াদপুর্তির আগে কোন কারণে সভাপতির পদ শুন্য হইলে ক্রমানুসারে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসাবে পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ড় দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩) সাধারণ সম্পাদকঃ

ক) অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন;

খ) সভাপতির পরামর্শক্রমে তিনি অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় সভা আহ্বান করিবেন;

গ) সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা এবং বিবরণীতে স্বাক্ষর করিবেন;

ঘ) বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ও অডিট রিপোর্ট কার্যনির্বাহী কমিটিতে ও সাধারণ সভায় পেশ করিবেন;

ঙ) সভাপতির পরামর্শক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সরকারি, বেসরকারি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন;

চ) অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে কোন অনুমোদিত দলিল ও চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করিবেন;

ছ) বিভাগীয় সম্পাদক ও নির্বাহী সদস্যদের কার্যাবলীর সমন্বয় করিবেন;

জ) সম্পাদকবৃন্দকে তাঁহাদের নিজ নিজ দপ্তরের কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য উপদেশ ও পরামর্শ দিতে পারিবেন;

ঝ) নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের কর্মচারী নিয়োগ, বরখাস্ড়, বেতন বৃদ্ধি, ছুটি মঞ্জুর ও যৌক্তিক পর্যায়ে শাস্ড়ির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

ঞ) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক রির্পোট/রির্টার্ণ দাখিল করিবেন

ট) কমিটির অনুমোদনক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে মামলা-মোকদ্দমা দায়ের ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিবেন;

ঠ) তাঁর কাজের জন্য প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট জবাবদিহি করিবেন;

ড) সভাপতির পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক সাত দিনের নোটিশে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করিবেন।

৪) কোষাধ্যক্ষঃ

ক) অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য তাহা পেশ করিবেন;

খ) নির্ধারিত ব্যাংকে অ্যাসোসিয়েশনের টাকা রাখার বিধিমত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

গ) অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় আয় ও ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ বার্ষিক রিপোর্ট আকারে সাধারণ সভায় পেশের জন্য সময়মত তৈরি করিয়া দিবেন এবং বার্ষিক অডিট করাইবেন;

ঘ) অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন এবং তাহা কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে বাস্ড়বায়ন করিবেন;

ঙ) সদস্যদের বাৎসরিক চাঁদা ও অন্যান্য অনুদান আদায়ের ব্যাপারে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

চ) চাঁদা আদায়ের রসিদ বই, আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা দেয়ার বই, চেক বই, অ্যাসোসিয়েশনের সকল প্রকার হিসাবপত্র, বিল-ভাউচার ও হিসাব সংক্রান্ড় অন্যান্য সকল কাগজপত্র তাহার তত্ত্বাবধানে থাকিবে;

ছ) তিনি অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় ব্যয় যথাসম্ভব চেকের মাধ্যমে সম্পাদন করিবেন;

জ) অ্যাসোসিয়েশনের জর"রী ব্যয় নির্বাহের জন্য সাধারণ সম্পাদকের জ্ঞাতসারে তিনি সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা নিজের কাছে নগদ রাখিতে পারিবেন;

ঝ) প্রচলিত হিসাব বিজ্ঞানের সকল আধুনিক হিসাব রক্ষণ নীতি অ্যাসোসিয়েশনের হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যা কোষাধ্যক্ষ'র তদারকিতে পরিচালিত হইবে।

৫) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকঃ

ক) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকগণ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যে সাধারণ সম্পাদককে সর্বোতভাবে সহযোগিতা ও সহায়তা করিবেন এবং প্রয়োজনে সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ দায়িত্ব পালন করিবেন;

খ) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৬) সাংগঠনিক সম্পাদক

ক) তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক কার্যকলাপ পরিচালনা করিবেন;

খ) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে তিনি সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখিবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

গ) অ্যাসোসিয়েশনকে শক্তিশালী করার জন্য বশেমুরকৃবি'র অ্যালামনাইদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করিবেন এবং সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালাইবেন;

ঘ) অ্যাসোসিয়েশনের শাখা গঠনের বিষয়ে তিনি মতামত দিবেন ও কার্যনির্বাহী কমিটিতে অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

৭) কৃষি বিষয়ক সম্পাদকঃ

অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কৃষি শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে সহায়ক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্ড়বায়নের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৮) গবেষণা ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকঃ

অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন গবেষণামুলক কর্মকান্ডের সার্বিক তত্ত্বাবধান করিবেন এবং বিদেশের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে অ্যাসোসিয়েশনের ভাবমুর্তি তুলিয়া ধরিবেন।

৯) সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদকঃ

অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সাময়িকী/মুখপত্র ইত্যাদি প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক সম্পাদকের সাথে সমন্বিতভাবে সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান বা কার্যাবলী পরিচালনা করিবেন।

১০) ক্রীড়া ও **সাংস্কৃতিক সম্পাদকঃ**

অ্যাসোসিয়েশনের সকল বিনোদনমুলক অনুষ্ঠানাদি, যেমনঃ সংগীত, নাটক, নৃত্য, ক্রীড়া, ইত্যকার ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ও কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

১১) **তথ্য প্রযুক্তি ও প্রচার সম্পাদকঃ**

বশেমুরকৃবি'র অ্যালামনাইদের মধ্যে অত্র এসোসিয়েশনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও চলতি কর্মসূচীসমূহ প্রচার ও জনপ্রিয় করার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান/কর্মসূচীর আয়োজন করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় প্রচারপত্র, পোস্টার, লিফলেট ও পুস্ড়িকা ইত্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের অনুকুলে সকল কার্যক্রম বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারের সকল ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবেন।

১২) **শিক্ষা, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদকঃ**

শিক্ষা বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের পাঠাগার সংরক্ষণ ও পরিচালনায় যথাযথ ভূমিকা পালন করিবেন।

১৩) স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ

অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের স্বাস্থ্য সচেনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন এবং সমাজকল্যাণমূলক যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৪) মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদকঃ

অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ মহিলা ও শিশু বিষয়ক নানা কর্মসূচি প্রনয়ন ও বাস্ড়বায়ন করিবেন।

১৫) দপ্তর সম্পাদকঃ

সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে দপ্তর সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশনের সকল দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করিবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের সকল রেকর্ডপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমের পরিসংখ্যান ও রিপোর্ট তৈরি করিবেন এবং তাহা সংরক্ষণ করিবেন।

১৬) কার্যনির্বাহী সদস্যঃ

ক) সভাপতি ও সহ-সভাপতিবৃন্দের অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত জ্যেষ্ঠ সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।
খ) সাধারণ সম্পাদক বা কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করিবেন।
গ) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালনায় সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করিবেন।

ধারা-২৫ ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন ঃ

ক) সাধারণ ও আজীবন সদস্যদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে।
খ) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন মাস পূর্বে সভাপতি কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে নির্বাহী কমিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন তিনজন সদস্যের সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন এবং উক্ত কমিশনের একজন সদস্যকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ দান করিবেন।
গ) নির্বাচন কমিশন কার্যনির্বাহী কমিটির সহযোগিতায় ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিয়া সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবেন।
ঘ) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের এক মাস পূর্বে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিবেন।
ঙ) অ্যাসোসিয়েশনের সকল বৈধ সদস্য ভোটার হিসাবে গণ্য হইবেন। তবে আসন্ন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বদিন পর্যন্ড় যাহারা অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত হইবেন, তাহারাই নির্বাচন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।
চ) যে কোন পদের প্রার্থী হইতে হইলে তাহাকে অবশ্যই ভোটার হইতে হইবে।
ছ) যে কোন পদে যে কোন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারিবেন। তবে এক ব্যক্তি যুগপৎ একের অধিক পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।
জ) নির্বাচন সংক্রান্ড় বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের রায়ই চূড়ান্ড় বলিয়া গণ্য হইবে।
ঝ) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে নির্বাচন সম্পন্ন করিয়া ফলাফল ঘোষণা করিতে হইবে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে বিদায়ী কার্যনির্বাহী কমিটি নব-নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটিকে দায়িত্ব বুঝাইয়া দিবেন।
ঞ) যদি কোন কারণে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয় তাহলে নির্বাচন কমিশন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন।

ধারা-২৬ঃ অনাস্থা প্রস্তাবঃ

ক) কার্যনির্বাহী কমিটির বির"দ্ধে অনাস্থা প্রস্ড়াবের জন্য কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সাধারণ সদস্য লিখিতভাবে সভাপতিকে নোটিশ প্রদান করিবেন। নোটিশ প্রাপ্তির পর সভাপতি সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন। এক্ষেত্রে সাধারণ সভায় মোট সদস্য সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অনাস্থা প্রস্ড়াব পাস হইবে।
খ) অনাস্থা প্রস্ড়াব পাস হইলে পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে এডহক কমিটি কর্তৃক নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।
গ) অনাস্থা প্রস্ড়াবের নোটিশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সভাপতি সাধারণ সভা আহ্বান না করিলে অনাস্থা

প্রস্তাবকারীগণ নিজেরাই সাত দিনের নোটিশে সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইলে উক্ত সভায় কমপক্ষে পাঁচ জন সদস্যের একটি এডহক কমিটি গঠন করিতে হইবে। এই কমিটি ত্রিশ দিনের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ধারা-২৭ঃ পদত্যাগঃ

কার্যনির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তা পদত্যাগ করিতে চাহিলে তিনি কারণ উল্লেখপূর্বক সভাপতি বরাবর পদত্যাগপত্র পেশ করিবেন। এ বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা-২৮ঃ অব্যাহতিঃ

ক) একাদিক্রমে তিনটি কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুপস্থিত থাকিলে।
খ) নৈতিকতার স্খলন জনিত কারনে
গ) ফৌজদারি আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত হইলে

ধারা-২৯ঃ বার্ষিক সাধারণ সভার কাজঃ

বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নোক্ত কার্য সম্পাদিত হইবেঃ
ক) সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রণীত ও কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বারা অনুমোদিত বার্ষিক রিপোর্ট বিবেচনা;
খ) বিগত বছরের 'অডিট রিপোর্ট' বিবেচনা ও হিসাব নিকাশ অনুমোদন;
গ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রস্ড়াবিত ও কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত বাজেট অনুমোদন,
ঘ) ধারা-২৪ অনুসারে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) প্রয়োজনবোধে গঠনতল্পপ ও বিধি প্রণয়ন, সংশোধন, পরিবর্তন ও অনুমোদন;
চ) সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্য যে কোন বিষয় উত্থাপন ও আলোচনা।
ছ) সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভার সকল সিদ্ধান্ড় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইবে।

ধারা-৩০ঃ তহবিলঃ

ক) তহবিলসহ সকল সম্পত্তি অ্যাসোসিয়েশনের নামে অর্জিত, স্বীকৃত ও পরিচালিত হইবে এবং তাহা অ্যাসোসিয়েশনের নিকট ন্যস্ড় থাকিবে। বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা, সদস্যদের চাঁদা এবং সরকার হইতে অনুদান লইয়া অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল গঠিত হইবে।
খ) অ্যাসোসিয়েশনের তিন প্রকার তহবিল থাকিবে যথা- সাধারণ তহবিল, মেয়াদি আমানত ও প্রজেক্ট তহবিল। এই তিন প্রকার তহবিলের অর্থ সাধারণ পরিষদের সভায় সম্ভাব্য দিক-নির্দেশনা মোতাবেক কার্যনির্বাহী কমিটি যে কোন তফসিলী ব্যাংক (ব্যাংকসমহহে) অথবা ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রাখিবেন।
গ) **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন**-এর আজীবন ও সাধারণ সদস্যদের চাঁদা সংশ্লিষ্ঠ শাখা কর্তৃক অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ/ সাধারণ সম্পাদকের বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে।
ঘ) অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় নির্বাহের জন্য অ্যাসোসিয়েশন শাখাসমূহের নামে অর্থ বরাদ্দ করিতে পারিবে।

ধারা-৩১ঃ বিনিয়োগঃ

অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থে কার্যনির্বাহী কমিটি সমিচিন মনে করিলে মেয়াদি আমানতের টাকা সরকারি সিকিউরিটি, সঞ্চয়পত্র বা অন্য কোন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

ধারা-৩২ঃ ব্যাংক হিসাব পরিচালনাঃ

অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাংক হিসাবসমূহ কোষাধ্যক্ষ এবং সাধারণ সম্পাদক অথবা সভাপতি-এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে। কোন কারণে কোষাধ্যক্ষ দেশে অনুপস্থিত থাকিলে কার্যনির্বাহি কমিটির সিদ্ধান্ড় মোতাবেক হিসাব পরিচালনা করা যাইবে।

ধারা-৩৩ঃ হিসাব নিরীক্ষাঃ

কার্যনির্বাহি কমিটি কর্তৃক নিয়োগকৃত হিসাব নিরীক্ষকের দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করাইয়া কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক /কোষাধ্যক্ষ তাহা বার্ষিক সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

ধারা-৩৪ঃ গঠনতন্ত্রের সংশোধনীঃ

ক) এই গঠনতন্ত্রের কোন ধারা, উপ-ধারা বা শব্দের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংকোচন, সংযোজন বা রদবদলের প্রয়োজন হইলে সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে তাহা সংশোধন করা যাইবে।
খ) সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদিত সংশোধনী গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা গঠনতন্ত্রের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

ধারা-৩৫ঃ বিলুপ্তিঃ

অ্যাসোসিয়েশনের বিলুপ্তির প্রস্ড়াব সাধারণ পরিষদে অ্যাসোসিয়েশনের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হইলে উক্ত সিদ্ধান্ড়প্রস্ড়াবের মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়ার পর অ্যাসোসিয়েশন বিলুপ্ত হইবে অথবা যদি ক্রমাগত তিন বছর ধরিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যা এত কম হয় যাহা নির্বাহী কমিটি গঠনের জন্য পর্যাপ্ত নয়, তবে এসোসিয়েশন বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা-৩৬ঃ বিলুপ্ত অ্যাসোসিয়েশনের সম্পত্তিঃ

অ্যাসোসিয়েশন বিলপ্ত হইলে, সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অন্য কোন সিদ্ধান্ত না থাকিলে অত্র অ্যাসোসিয়েশনের সকল দায়মুক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বশেমুরকৃবির সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে।

ধারা ৩৭: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠনের উদ্দেশ্যে গঠিত আহবায়ক কমিটির সম্পাদিত সকল কর্মকান্ড অ্যাসোসিয়েশনেরই কার্যক্রম বলে প্রথম সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এবং অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।